৫ অক্টোবর ২০১৫ তারিখের ইংরেজী পিডিএস থেকে অনূদিত

ADB ASIAN DEVELOPMENT BANK

বাংলাদেশ: দ্বিতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	দ্বিতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) উন্নয়ন প্রকল্প
প্রকল্প নম্বর	৩৬২০০-০২৩
দেশ	বাংলাদেশ
প্রকল্পের অবস্থা	প্রস্তাবিত
প্রকল্পের ধরন / সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি	ঋণ টেকনিক্যাল বা কারিগরি সহায়তা (টিএ)

অর্থায়নের উৎস /অর্থের পরিমাণ	**ঋণ: দ্বিতীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) উন্নয়ন প্রকল্প:**	
	সাধারণ মূলধনী সম্পদ	২০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
	টিএ: ব্যাঙ্ক অর্থায়ণ ও সেবা নিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদরে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	
	দারিদ্র বিমোচনে জাপান তহবিল	২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
কৌশলগত এজেন্ডাসমূহ	অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	
পরিবর্তনের চালকসমূহ	অংশিদারীত্ব বেসরকারি খাত উন্নয়ন	
জেন্ডার বা লিঙ্গ সমতা ও মূলধারাকরণ	কার্যকর জেন্ডার মূলধারাকরণ	
প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও দেশের সাথে সংযোগ/আঞ্চলিক কৌশল	বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের এসএমই খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমকিা পালন করছে।বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৩ সালরে র্মাচ থেকে মে মাস র্পযন্ত পরিচালিত তৃতীয় অর্থণৈতিক শুমারী অনুযায়ী দেশে ৭.২ মিলিয়ন এসএমই প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা বাংলাদেশের সকল বেসরকারি উদ্যোগের ৯০% এবং এমনকি খুব ছোট ছোট উদ্যোগসমূহ ধরা হলে এটি ৯৯% হয়।। এসএমই খাতে দেশের কৃষিবহির্ভূত কমশক্তির প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ কর্মসংস্থান হয়। ২০১৪ সালে দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২৫% ও কারখানাজাত পণ্যের ৪০% আসে এসএমই খাত থেকে। বাংলাদেশের উন্নয়নে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো মট্রোপলিটন শহর ও এর বাইরের এলাকার মধ্যকার কর্মসংস্থান ও অর্থণৈতিক প্রবৃদ্ধির সুস্পষ্ট পার্থক্য, দেশের বড় বড় শহর এলাকা (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগসহ) ও প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার (বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের)মধ্যকার প্রকট বৈপরীত্য। এই বৈষম্য সরকারী নীতির ক্ষেত্রে একটি প্রধান উদ্বেগ হিসাবে দেখা দিয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় বেকারত্ব ও নিম্ন আয়ের কর্মসংস্থান নগর এলাকার চেয়ে অনেক বেশি। এই আঞ্চলিক বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য সরকারী নীতির অগ্রাধিকার হলো মট্রোপলিটন	

	শহরগুলোর বাইরের গ্রাম বা ছোট শহরগুলোর (যেমন: ঢাকা ও চট্টগ্রাম নগররে বাইরের এলাকা) অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করা।
প্রভাব	এসএমই খাতরে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র হ্রাসের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া (বাংলাদেশ সরকারের আসন্ন ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য তৈরি এসএমই কৌশলপত্ররে সাথে মিল রেখে)।
ফলাফল	এসএমই খাতে কর্মসংস্থানসহ স্বনির্ভর ও টেকসই এসএমই এর সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি।
আউটপুট	১. গ্রামাঞ্চলে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সুবিধা বাড়ানো, বিশেষ করে এসএমই, এসএমই ক্লাস্টার, ও বাংলাদশে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিএসসিআইসি)অঞ্চলসমূহে। ২. ব্যংকসমূহের অর্থায়ন পাওয়ার জন্য এসএমই উদ্যোক্তাদের সামর্থ জোরদার করা। ৩. এসএমই খাতকে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন, বিএসসিআইসি)ও এসএমই ক্লাস্টারগুলোর অর্থায়নের জন্য অংশগ্রহণকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (পিএফআই)সমূহের ব্যবস্থাপনা ও কারিগরি সামর্থ শক্তিশালী করা। ৪. ব্যাংক অর্থায়নে ও আর্থিক সেবাসমূহে নারী পরিচালিত এসএমই সমূহের সুযোগ বাড়ানো।

ভৌগলিক এলাকা

সুরক্ষা বিভাগসমূহ	
পরিবেশ	এফ ১
বাধ্যতামূলক বসতি স্থানান্তর	এফ ১
আদিবাসী জনগোষ্ঠী	এফ ১

পরিবেশগত ও সামাজিক দিকসমূহের সারমর্ম	
পরিবেশগত দিক	
বাধ্যতামূলক বসতি স্থানান্তর	
আদিবাসী জনগোষ্ঠী	
প্রকল্প নকশাকালে	বাংলাদশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন এবং দারিদ্র ও আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসের কৌশলের একটি অন্যতম প্রধান বিষয় হলো গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ কার্যক্রম বাড়ানো। মেট্রোপলিটান এলাকার বাইরে অধিকাংশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানই এসএমই। এই গ্রামীণ কৃষি বহির্ভুত কার্যক্রম দেশের দারিদ্র নিরসনে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিমূলক শক্তি এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি র্কমসংস্থান ও আয় এসএমই এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।
প্রকল্প বাস্তবায়নকালে	এই প্রকল্পের প্রত্যাশিত বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। বাংলাদেশ সরকার তার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্প বাস্তবায়নে নির্বাহী সংস্থা হিসাবে কাজ করবে। প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হবে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে প্রকল্পের এসএমই অংশটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে এসএমই ফাউন্ডেশনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে এডিবি তহবিল যোগ্যতাসম্পন্ন

	অংশগ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে (পিএফআই) প্রদান করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে বানিজ্যিক ব্যাংক ও ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যাদের ঋণ আদান-প্রদানে ভালো ধারণা আছে।দাতাগোষ্ঠীর প্রকল্প পরিচালনার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই ও বিশেষ কর্মসূচি বিভাগ এসএমইডিপি-২-এর যে অংশটি বাংলাদেশ ব্যাংক বাস্তবায়ন করবে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০১৫ এর ডিসেম্বর থেকে ২০২০ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ব্যবসার সুযোগসমূহ	
পরামর্শ সেবা	প্রযোজ্য নয়
ক্রয়	বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউণ্ডেশনসহ অন্যান্য পিএফআই-এর ক্রয় ও দুর্নীতিদমন নীতি এবং প্রকল্প পরিচালনার সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরুপণ করতে উপ-প্রকল্পসমূহের সুশাসন পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা করা হবে।
দায়িত্বপ্রাপ্ত এডিবি কর্মকর্তা	পিটার মারো
এডিবি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ	দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ
এডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিভিশন	পাবলকি ম্যানেজমেন্ট, ফিনান্সিয়াল সেক্টর এন্ড ট্রেড ডিভিশন, এসএআরডি
কার্যনির্বাহী সংস্থা	**ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় , বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।**

সময়সূচি	
ধারণা বা কনসেপ্ট অনুমোদন	৩১ জুলাই ২০১৫
তথ্য অনুসন্ধান	২ আগস্ট ২০১৫ থেকে ০৬ আগস্ট ২০১৫
এমআরএম	১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫
অনুমোদন	০৩ ডিসেম্বর ২০১৫
সর্বশেষ পর্যালোচনা মিশন	-
সর্বশেষ পিডিএস হালনাগাদকরণ	২৯ জুলাই ২০১৫

প্রকল্প তথ্য পত্রে প্রকল্প বা কর্মসূচির তথ্যাবলীর সারমর্ম থাকে। কারণ পিডিএস একটি চলমান কাজ; এর প্রাথমিক সংকলনে কিছু কিছু তথ্য অন্তর্ভূক্ত নাও থাকতে পারে; তবে তথ্য হাতে এলে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রস্তাবিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে তথ্য সম্ভাব্য ও নির্দেশনামূলক।

এডিবি এই পিডিএস-এর তথ্য সম্পর্কে কোনোরকম নিশ্চয়তা দান করেনা; সাধারানভাবে তথ্য প্রদান করাই এর উদ্দেশ্য। এডিবি মানসম্মত তথ্য প্রদানের চেষ্টা করলেও প্রদত্ত তথ্য 'ঠিক যেমন' তেমনভাবেই দেয়া হয়।

তথ্যের বিপনন-উপযুক্ততা, নির্ভুলতা, সম্পূর্ণতা, কোন বিশেষ উদ্দেশে ব্যবহারের উপযুক্ততা, বা তথ্যের স্বত্বাধিকার সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা দেয়া হয়না।